দর্শনার জয়নগর স্থল বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাই কশিমনার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্টের স্থল বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাই কমিশনার এইচ ই মুহাম্মদ ইমরান।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা গেঁদে ল্যান্ড পোর্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে বুধবার দুপুরে সীমান্তের শূণ্য রেখায় পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এরপর দর্শনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বন্দর বাস্তবায়ন কমিটি, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স এবং দর্শনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাইকমিশনার মুহাম্মদ ইমরান বলেন, স্থলবন্দর গুলো কি অবস্থায় আছে সে গুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখছি। দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যায়ে ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

এখানকার ব্যবসায়ী যারা স্থল বন্দর বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের কথা আমি শুনেছি। সমন্বিত ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে উভয় দেশের সরকারের সাথে বসবো।বৃহস্পতিবার ভোমরা ও শুক্রবার বেনাপোল বন্দর পরিদর্শন করবেন হাই কমিশনার। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও ভারতের গেঁদে দিয়ে স্থলবন্দরের কর্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে রেলপথে মালামাল আমদানি-রপ্তানি হয়। সড়ক পথে পাসপোর্টধারী যাত্রীরা ভ্রমন করেন।

এখন এ স্থলবন্দর দিয়ে সড়ক পথে আমদানি-রপ্তানি চালুর ব্যাপারে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ববৃন্দ কাজ করছেন। দর্শনা অংশে বন্দরের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভারতও কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে। খুব শিগগিরই এ বন্দরে পুর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু হবে । দর্শনা স্থল বন্দর কার্যক্রমের

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভারতের কলকাতায় নিযুক্ত হাইকমিশনার তৌফিক হাসান, কলকাতার মিনিস্টার বি এম জামাল হোসেন, কলকাতার প্রথম সচিব শামছুল আরিফ, নয়াদিল্লির কাউন্সিলর শাহেদ আজিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, বিজিবি ৬ ব্যাটালিয়রে পরিচালক লেফট্যান্যন্ট কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ,পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, ৬ বিজিবির উপ-পরিচালক মেজর নিস্তার আহম্মেদ, দামুড়হুদা ইউএনও দিলারা রহমান, দর্শনা শুল্ক স্টেশনের ডেপুটি কমিশনার মোঃ শাফায়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক প্রমুখ।

নভেম্বরেও খুলছে না স্কুল-কলেজ

কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে আসছে নভেম্বর মাসেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব হবে না বলে আভাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

বুধবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ বছর মাধ্যমিকে বার্ষিক পরীক্ষা হবে কিনা সে বিষয়ে জানাতে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

নভেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে কিনা সেই প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনাদের কী মনে হয়? এখন পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখন খোলা হবে সেটি বলা মুশকিল। যেখানে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিল, অধিকাংশ জায়গায় সেখানে বন্ধ করার পর্যায়ে আছে।

‘যেহেতু শীতকাল নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা আছে সব জায়গায়, বিশেষজ্ঞ মহলও বলছে– করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে। সে কারণে আমাদের কোভিডবিষয়ক যে জাতীয় পরামর্শক কমিটি রয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব’-যোগ করেন মন্ত্রী।

দীপু মনি বলেন, আমরা যখন মনে করব যে আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই বা খুবই সামান্য, হয়তোবা যে ঝুঁকিটুকু নেয়া সম্ভব, সে রকম একটা অবস্থায় যদি যায়, তখন আমরা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে পারব। সেটি কবে হবে সেটি আমাদের কারও পক্ষেই এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

দেশে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। এর একদিন আগে ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে কওমি মাদ্রাসা ছাড়া অন্যসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা আছে।

করোনার কারণে এবার পঞ্চম ও অষ্টমের সমাপনী পরীক্ষা হবে না। মাধ্যমিকের বার্ষিক পরীক্ষাও বাতিল করার কথা আজ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যায়ন কীভাবে হবে সেই সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

বুধবার দুপুর ১২ টায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আসেন মন্ত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে এবার পঞ্চম ও অষ্টমের সমাপনী পরীক্ষা নেবে না সরকার। এইচএসসি পরীক্ষা না নিয়ে অষ্টমের সমাপনী এবং এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ার পর গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। কওমি মাদ্রাসা বাদে অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা আছে।

বগুড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় দুর্বৃত্তরা মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা
(৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে এবং হাত-পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে।

বুধবার সকালে উপজেলা পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামে তার বাড়ির কাছে পুকুরপাড় থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত মোস্তাফিজার রহমান শিবগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং এমএবি ইটভাটার মালিক ছিলেন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। স্থানীয়দের ধারণা, বালু ও ইট ব্যবসা নিয়ে বিরোধেই তিনি নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মোস্তাফিজার প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আলাদীপুরে তার ইটভাটায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর তিনি বাড়ি না ফিরলে স্ত্রী ও স্বজনরা ফোন দিলেও কেউ ধরেননি।

বুধবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে নিজস্ব পুকুরপাড়ে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তার হাত-পায়ের রগ ও গলাকাটা, পা ভাঙা এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে অন্য কোথায় হত্যা করে বাড়ির কাছে পুকুরপাড়ে মরদেহ ফেলে দেয়া হয়েছে।

তারা আরও জানান, মোস্তাফিজার একসময় নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার নামে মামলাও ছিল। গত ১০ বছরের বেশি সময় বালুর ব্যবসা

করেন; একটি ইটভাটার মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য হন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে মোস্তাফিজার হত্যার কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দুর্বৃত্তরা তার ঘাড়ে চাপাতির আঘাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে।

সূত্র- যুগান্তর

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে- আ ক ম মোজাম্মেল হক

করোনার কারনে আমরা সঠিক সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশ করতে পারিনি। আমাদের যাচাই বাছাই প্রায় সম্পুর্ণ। আমরা আশাবাদী আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে পারবো। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক । পরে প্রস্তাবিত মুজিবনগর স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, আগের তালিকা থেকে ৫/৭% বাদ পরতে পারে এবং নতুন করে কিছু সংযোজন হতে পারে। সেই সাথে যারা এ তালিকা থেকে বাদ যাবে তাদের আপিল করারও সুযোগ থাকবে। আমরা আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আর সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক আরও বলেন,

মুজিবনগরে স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আজকে জায়গা পরিদর্শন করবো। জমি অধিগ্রহণের জন্য আলোচনার ভিত্তিতে মুজিবনগর বাসীর চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিভাবে কি করা যায়। তাছাড়া লেক কোথায় হবে, রাইডস কোথায় বসানো হবে সেকল কিছুর ম্যাপ আমাদের তৈরি করা হয়েছে। মূলত সেগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে ও জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে যাতে আমরা চুড়ান্ত তালিকা তৈরি করে ১ তারিখের মধ্যে তালিকা প্লানিং কমিশনে পাঠাতে পারি সেই প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সাংস্কৃতিক বান্ধব সরকার। ইতিমধ্যে আমরা ১২ হাজার সাংস্কৃতিক কর্মিকে অনুদান দিয়েছি। কোভিড-১৯ এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাংস্কৃতিক অঙ্গন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। সব মিলিয়ে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি আমাদের সংস্কৃতির পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মুজিবনগর স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় অংশ নেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়াল কনফারেন্সে যোগদেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। এমসয় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ,খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড.মুঃ আনোয়ার হোসেন, স্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক আসিফুর রহমান ভুঁইয়া, মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন,পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার প্রমুখ। মেপ্র/এমএফআর

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আজ বসবে

পদ্মা সেতুর ৩৩তম স্প্যান

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পদ্মা সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের ওপর আজ সোমবার বসবে ৩৩তম স্প্যানটি। এই স্প্যান বসানোর মাধ্যমে সেতুর ৪ হাজার ৯৫০ মিটার দৃশ্যমান হবে।

সোমবার সকালে মূল সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আবদুল কাদের জানান, সব কিছু ঠিক থাকলে আজই স্প্যানটি বসানো হতে পারে। মুন্সীগঞ্জের মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ‘ওয়ান সি’ নামের ৩৩তম স্প্যানটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের (খুঁটি) ওপর স্প্যানটি বসানো হবে।

তবে পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোত দেখা দিলে দুদিন সময় লাগতে পারে।

এর আগে ১১ অক্টোবর ৩২তম স্প্যানটি বসানো হয় পদ্মা সেতুর ওপর।

পদ্মা সেতুর সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তিন হাজার ৬০০ টন ধারণক্ষমতার ‘তিয়ান ই’ ভাসমান ক্রেনটি কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে অবস্থান করছে। নির্ধারিত সময়ে ধূসর রঙের ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিন হাজার ১৪০ টন ওজনের স্প্যানটিকে নিয়ে যাবে। কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে পিলারের দূরত্ব খুব বেশি না থাকায় একদিনের মধ্যেই স্প্যানটি বসানোর ব্যাপারে আশাবাদী প্রকৌশলীরা।

আরও জানা গেছে, পদ্মা সেতুতে ৩৩তম স্প্যান বসানো গেলে বাকি থাকবে ৮টি স্প্যান। স্প্যানগুলো মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে আছে।

এদিকে ৪১ স্প্যানের ওপর ২ হাজার ৯১৭টি রোড স্লাব বসানো হবে। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার রোড স্লাব। এ ছাড়া রেললাইনের জন্য লাগবে ২ হাজার ৯৫৯টি রেল স্লাব। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার ৬০০ রেলওয়ে স্লাব।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সেতুর জাজিরা প্রান্তে ৩৭-৩৮ নম্বর পিয়ারে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে সেতু দৃশ্যমান হয়। গত ৩০ মে পর্যন্ত জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৮টি স্প্যান বসানো হয়।

গত ৩০ মে জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৬ ও ২৭ নম্বর পিয়ারের (খুঁটি) ওপর বসানো হয় ৩০তম স্প্যান। এর পর চলতি বছরের ১০ জুন সেতুর জাজিরা প্রান্তের ২৫ ও ২৬ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয় সেতুর ৩১তম স্প্যান।

এক সপ্তাহে ধর্ষণ মামলার রায়: ধর্ষকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

বাগেরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় আবদুল মান্নান সরদার (৫০) নামে এক আসামিকে সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় আসামিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বাগেরহাটের মোংলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় পিতৃহীন সাত বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের অভিযোগে আসামি আবদুল মান্নান সরদারকে (৫০) সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম।

সোমবার দুপুর ১২টায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

আসামি আবদুল মান্নান সরদার মোংলা উপজেলার মাকোড়ডোন গ্রামের ভূমিহীন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার প্রয়াত আহম্মদ সরদারের ছেলে।

এর আগে রোববার বিকাল পর্যন্ত এ মামলার বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শোনেন বিচারক। এর পর তিনি আজ রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

বাগেরহাটের স্পর্শকাতর একটি ফৌজদারি মামলায় এত কম সময়ে বিচারকাজ শেষ করার নজির বাংলাদেশে এই প্রথম।

এদিকে বাগেরহাটের বিচার বিভাগ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের একটি মামলার বিচারকাজ কম সময়ের মধ্যে শেষ করে রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে নারী উন্নয়ন ফোরাম।

এই রায়ের মধ্য দিয়ে বিচারকার্যের যে দীর্ঘসূত্রতা ছিল বা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বিচার না পাওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তা অনেকাংশে দূর হবে বলে মত তাদের।

মামলার নথি থেকে জানা গেছে, বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার মাকোড়ডোন গ্রামের ভূমিহীন আশ্রয় প্রকল্প এলাকায় পিতৃহারা সাত বছর বয়সী এক শিশু তার মামার কাছে মানুষ হচ্ছিল।

গত ৩ অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটা দিকে ওই আশ্রয় প্রকল্পের পঞ্চাশোর্ধ প্রতিবেশী আবদুল মান্নান সরদার শিশুটিকে বিস্কুট খাওয়ার প্রলোভন দিয়ে নিজের ঘরে ডেকে নেয়। এরপর শিশুটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে মান্নান।

পরে এই ঘটনা জানাজানি হলে ওইদিন রাতেই মেয়েটির মামা মোংলা থানায় আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোংলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিত মুখার্জ্জী তার তদন্তে ধর্ষণের প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে ১৬ জনকে সাক্ষী রেখে আটদিনের মাথায় আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে ১১ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

বাগেরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের বেঞ্চ সহকারি (পেশকার) গোপাল চন্দ্র পাল বলেন, মামলাটি স্পর্শকাতর হওয়ায় জুডিশিয়াল আদালত মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতে পাঠায়।

আদালতের বিচারক গত ১১ অক্টোবর মামলাটি আমলে নিয়ে পরদিন চার্জ গঠন করে। ১৩ অক্টোবর বাদী পক্ষের মোট ১৬ জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

১৪ অক্টোবর মামলার সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষী চিকিৎসক, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নারী পুলিশ সদস্য এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

১৫ অক্টোবর আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই স্বাক্ষী সাক্ষ্য নেন। রোববার বাদী বিবাদী পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায়ের দিন ঘোষণা করেন। এই ধরনের ফৌজদারি মামলায় দেশের কোনো নিন্ম আদালতে কম সময়ে বিচারকাজ শেষ হয়নি বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বাগেরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ সহকারি কৌসুলি (এপিপি) রনজিৎ কুমার মণ্ডল বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সুষ্পষ্ট বলা আছে কোনো

ধর্ষণের ঘটনার অভিযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে আইন প্রয়োগকারি সংস্থার হাতে ধরা পড়লে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

এই শিশু ধর্ষণের মামলাটি তারই প্রমাণ। মামলাটি পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করেছে। ঘটনার পরপরই আসামিকে গ্রেফতার, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা, সাক্ষী হাজির এবং অভিযোগপত্র দাখিল যথা সময়ে করেছে পুলিশ। আইন মেনে ধর্ষিতা শিশুটির ২২ ধারা ও ১৬১ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।

রোববার টানা ৩ ঘন্টা বাদী বিবাদির যুক্তিতর্কের ওপর শুনানি শেষে সোমবার এই আলোচিত মামলার রায় ঘোষণার করা হয়। বিগত দিনে এতো কম সময়ে বাগেরহাট কি দেশের কোন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কোনো রায় ঘোষণা হয়নি বলেও জানান ওই আইন কর্মকর্তা।

সম্প্রতি দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন অস্বাভাবিকহারে বেড়ে গেছে। যা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে দেশব্যাপী। এই সময়ে রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিচারহীনতা বা মামলার দীর্ঘসুত্রিতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা রয়েছে তা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করেন তিনি।

নারী উন্নয়ন ফোরামের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক সমন্বয়কারি ও সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়নকর্মী রিজিয়া পারভীন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলা দরিদ্র পরিবারের একটি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করেছে।

এই রায়ের মধ্যে দিয়ে বিচার কার্যের যে দীর্ঘসূত্রিতা ছিল বা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বিচার না পাওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা অনেকাংশে দূর হবে। দেশের সকল আইন প্রয়োগকারি সংস্থা নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে মত দেন এই নারী নেত্রী।

সূত্র- যুগান্তর

যুদ্ধবিরতি মেনে চলুন, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি নতুন যুদ্ধবিরতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ প্রধান এন্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নাগরনো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধে বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

শনিবার আজারবাইজানের দ্বিতীয় নগরী গাঞ্জার আবাসিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ ১৩ জন প্রাণ হারানোর প্রসঙ্গে গুতেরেস এ নিন্দা জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া অস্ত্র বিরতির বিষয়ে সম্মত হলেও রবিবার উভয় দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে তা না মানার অভিযোগ তোলে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারেক এক বিবৃতিতে বলেন, গাঞ্জা শহরের হামলায় শিশুসহ যে সকল বেসামরিক লোক মারা গেছে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মহাসচিব ১৮ অক্টোবর শুরু হওয়া অস্ত্রবিরতি উভয় পক্ষকে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অবিলম্বে বাস্তবসম্মত আলোচনা পুনরায় শুরু করারও আহ্বান জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কারাবাখ-নাগরনোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ১৯৯০ সালের পর থেকেই থেকে থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এসব সংঘর্ষ সহিংসতায় ৩০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এদিকে গত তিন সপ্তাহ আগে পুনরায় সহিংসতা শুরু হলে সাত শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

বাড়ছে উত্তেজনা, ‘এস-৪০০’ ব্যবস্থা নিয়ে তুরস্ককে হুমকি পেন্টাগনের

আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক। তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা চালু করলে আঙ্কারা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়বে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারির পর এবার পেন্টাগনও আঙ্কারাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এস-৪০০ চালু করার অর্থ আমেরিকার সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক শক্তিশালী করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

পেন্টাগন বলেছে, কোনো কোনো সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, তুরস্ক এরইমধ্যে এস-৪০০-এর পরীক্ষা চালিয়েছে। যদি এই খবর সত্যি হয়ে থাকে তাহলে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সম্প্রতি তুর্কি গণমাধ্যম খবর দেয়, দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করার এস-৪০০ ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য শিগগিরই এটির পরীক্ষা চালাবে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৭ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুমকি দিয়ে বলেছিল, তুরস্ক এ কাজ করলে দেশটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

উল্লেখ্য, তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটভুক্ত প্রথম দেশ যে কিনা রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ সংগ্রহ করেছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের চারটি ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৫২০ কোটি ডলারের চুক্তি করে তুরস্ক। ২০১৯ সলের জুলাই মাসে এ ব্যবস্থা আঙ্কারাকে সরবরাহ শুরু করে মস্কো যে প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

শাহজালালে ৩৮ হাজার ইয়াবা জব্দ

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিপুল ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে গার্মেন্টস পণ্যের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা টেবলেট জব্দ করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাহিনী এভসেক।

বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদ-উল আহসান শুক্রবার সকালে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, রফতানি কার্গোর নিরাপত্তা স্ক্রিনিংয়ের সময় বিমানবন্দরের এভসেক সদস্যরা গার্মেন্টস পণ্যের সঙ্গে আনুমানিক ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা জব্দ করেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

একটি সূত্র জানায়, বিমানবন্দরে সৌদিগামী রেডিমেট গার্মেন্টসের রফতানি পণ্য চালানের ৩টি কার্টন থেকে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ টাকা।

বিল অব এক্সপোর্ট অনুযায়ী পণ্য চালানের রফতানিকারক এমএস সিয়াম অ্যান্ড সমি এন্টারপ্রাইজ এবং ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে খিলগাঁও পশ্চিমপাড়া। আর আমদানিকারক হিসেবে লেখা রয়েছে সৌদি আরবের অ্যাপারিজ ইন্টারন্যাশনাল ইস্ট, যেখানে ঠিকানা দেয়া হয়েছে রিয়াদের আল ওয়াজির ট্রেডিং সেন্টার।

মারুফুর রহমান জানান, পণ্য চালানটি আটকের পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে জানানো হলে তাদের প্রতিনিধি এসে ইয়াবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে কাস্টম এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কাউকে এখনও আটক করা সম্ভব হয়নি।
সূত্র- যুগান্তর